[২০২১] ৮ এস. সি. আর. ৩৭০

সুমন চাড্ডা ও আরেকজন

বনাম

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

(২০১৮ সালের বিশেষ অনুমতির আবেদন নং ২৮৫৯২)

৯ই আগস্ট, ২০২১

[ইন্দিরা ব্যানার্জি এবং ভি. রামসুব্রমণিয়ান, বিচারপতিদ্বয়]

আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১: ধারা ২(খ), ১৯ – আদালত অবমাননা – আদালতে প্রদত্ত অঙ্গীকারের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন – তথ্যের ভিত্তিতে, ব্যাংক আবেদনকারীদের তাদের অঙ্গীকারের ইচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য ধারা ১০ এবং ১২-এর অধীনে একটি পিটিশন দাখিল করে – আবেদনকারীদের বক্তব্য যে স্থগিতাদেশের শর্তাধীন আদেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রদত্ত অঙ্গীকারের লঙ্ঘন অবমাননার শামিল নাও হতে পারে, বিশেষত যখন এই ধরনের অঙ্গীকার লঙ্ঘনের পরিণতি আদালতের আদেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে – হাইকোর্টের একক বিচারক আবেদনকারীদের অবমাননার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তিন মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ও জরিমানা করেন – ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আদেশ বহাল রাখে – আপিলে, স্থির করে: আদালতে প্রদত্ত অঙ্গীকারের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন ধারা ২(খ)-এর অধীনে আদালত অবমাননার শামিল – তবে, আদালতকে দেখতে হবে, প্রদত্ত অঙ্গীকারের প্রকৃতি; অঙ্গীকার প্রদানকারী পক্ষ কর্তৃক অর্জিত সুবিধা, যদি থাকে; এবং অঙ্গীকার দাখিল আদালতের সাথে প্রতারণা বা প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল কিনা – আবেদনকারীদের প্রদত্ত অঙ্গীকারের পরবর্তী আবেদনকারীদের দ্বারা সংঘটিত ধারাবাহিক কাজ হাইকোর্টকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে প্রদত্ত অঙ্গীকারটি সরল বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ছিল না বরং আদালতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল – আবেদনকারীদের পরবর্তী আচরণ তাদের বিরুদ্ধে ভারসাম্যকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয় – সুতরাং, হাইকোর্টের একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীদের আদালত অবমাননার জন্য সঠিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, তবে, কারাদণ্ডের মেয়াদ তিন মাস থেকে কমিয়ে আবেদনকারীদের ইতিমধ্যে ভোগ করা/অতিক্রান্ত কারাদণ্ডের মেয়াদের সমান করা হয়েছে।

এসএলপি নিষ্পত্তি করে, আদালত

স্থির করে: ১.১ প্রথম আবেদনকারী কর্তৃক ০৮.০৪.১৫ তারিখে প্রদত্ত অঙ্গীকারের সাথে দ্বিতীয় আবেদনকারী কর্তৃক হলফনামাও ছিল। দাখিলকৃত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট একই দিনে, অর্থাৎ ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে রিট পিটিশনে একটি আদেশ জারি করে।

হাইকোর্টের আদেশের অংশ থেকে দেখা যায় যে এটি কোনও হলফনামা/অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পাস করা আদেশ ছিল না। এটি আবেদনকারীদের দেওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছিল, যাদের মধ্যে প্রথমজন প্রকৃতপক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে করা প্রস্তাব ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং তাই আদেশটি প্রকৃতপক্ষে পক্ষগণের সম্মতির ভিত্তিতে ছিল। [অনুচ্ছেদ ১৩-১৫] [৩৭৯-জি এইচ; ৩৮০-জি-এইচ]

১.২.এই আদালত রায় দিয়েছে যে আদালতে প্রদত্ত অঙ্গীকারের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন ১৯৭১ সালের আদালত অবমাননা আইনের ২(খ) ধারার অধীনে আদালত অবমাননার শামিল। তবে আদালত সর্বদা দেখেছে (i) প্রদত্ত অঙ্গীকারের প্রকৃতি; (ii) অঙ্গীকার প্রদানকারী পক্ষ কর্তৃক অর্জিত সুবিধা, যদি থাকে; এবং (iii) অঙ্গীকার দাখিল আদালতের সাথে প্রতারণা বা প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল কিনা। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৩৮১-ডি-ই]

১.৩.এটা সত্য যে কোনও পক্ষের দেওয়া অঙ্গীকারটি যে প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়েছিল তার সাপেক্ষে দেখা উচিত এবং (i) অঙ্গীকারকারী পক্ষ কর্তৃক অর্জিত সুবিধা; এবং (ii) প্রতিপক্ষ কর্তৃক ভোগ করা ক্ষতি/আঘাত। এটাও সত্য যে সাধারণত কোনও পক্ষ অবমাননার জন্য দোষী কিনা তা কেবল অবাধ্যতা এবং তার ইচ্ছাকৃত প্রকৃতির নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে, তার পরবর্তী আচরণের ভিত্তিতে নয়। যদিও আদালতের পক্ষে এটি দেখা সম্ভব যে অভিযুক্ত অবমাননাকারীর পরবর্তী আচরণ ইতিমধ্যে সংঘটিত অবমাননার তীব্রতা বৃদ্ধি করার শামিল হবে কিনা, তবে কেবল পরবর্তী আচরণের ভিত্তিতে অবমাননার একটি কাজ নির্ধারণ করা যায় না। তবে পক্ষের পরবর্তী আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, অর্থাৎ অঙ্গীকার পালনে পক্ষের অক্ষমতা ছিল নাকি আদালতের সাথে প্রতারণা করার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ ছিল, তার উপর আলোকপাত করতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২৫-২৬] [৩৮৪-এ-ডি]

১.৪.০৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশের পর আবেদনকারীদের পরবর্তী আচরণ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারসাম্যকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়। ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের পর ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা হাইকোর্টকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করেছে যে আবেদনকারীরা প্রকৃতপক্ষে আদালতের সাথে প্রতারণা করেছে।

এই কারণেই হাইকোর্টের একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীদের আদালত অবমাননার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। [অনুচ্ছেদ ১৯, ২৪] [৩৮২-এফ; ৩৮৩-জি-এইচ; ৩৮৪-এ]

১.৫.বর্তমান মামলায়, আবেদনকারীদের দ্বারা সংঘটিত ধারাবাহিক কাজ (i) এমন পোস্ট-ডেটেড চেক জারি করা, যেগুলি সেই তারিখের পরেও ছিল যার মধ্যে তারা অর্থ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিল; (ii) সেই চেকগুলিকে ডিজঅনার হতে দেওয়া; (iii) মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া অজুহাতে শুনানির প্রথম তারিখে আদালতে উপস্থিত না হওয়া; (iv) তাদের নিজস্ব ঋণগ্রহীতাদের ডিফল্ট করার বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা নিয়ে আসা; এবং (v) এসএফআইও-র রিপোর্টের মাধ্যমে উন্মোচিত হওয়া, হাইকোর্টকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে আবেদনকারীদের দেওয়া অঙ্গীকার সরল বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ছিল না বরং আদালতকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল। অতএব, আবেদনকারীদের আদালত অবমাননার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের কোনও ত্রুটি নেই। [অনুচ্ছেদ ২৭] [৩৮৪-ডি-এফ]

১.৬.স্থগিতাদেশের শর্তাধীন আদেশ নিশ্চিত করার সময় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতাকে ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হিসাবে গণ্য করা যাবে না, এই যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য হতে পারত, কিন্তু আবেদনকারীরা অঙ্গীকারের অনুবর্তী হিসাবে পোস্ট-ডেটেড চেক জারি করে এবং সেগুলিকে ডিজঅনার হতে দেয়। চেক ডিজঅনারের জন্য সাজানো গল্পটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায়, আবেদনকারীদের ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ছিল না এই যুক্তি তোলার কোনও সুযোগ নেই। [অনুচ্ছেদ ২৮] [৩৮৪-জি-এইচ]

১.৭.আইনের ১৩(ক) ধারার ভাষার উপর ভিত্তি করে যুক্তিটিও ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের পরে যা ঘটেছিল তার আলোকে আকর্ষণীয় নয়। ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশে আরও কিছু পরিণতি অনুসরণ করার ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও, আদালতের অবমাননার এখতিয়ার কেড়ে নেওয়া নাও যেতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে যেখানে কোনও পক্ষ অঙ্গীকার দেওয়ার সময় সরল বিশ্বাসে কাজ করেছিল, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত এবং খাঁটি কারণে অঙ্গীকার পালন করতে পারেনি, আদালত অবশ্যই তার লাঠি চালানো থেকে বিরত থাকতে পারত। তবে এই মামলায় এমন তথ্যগত প্রমাণ রয়েছে যে আবেদনকারীরা সরল বিশ্বাসে কাজ করেনি। অতএব, এই যুক্তিও অগ্রহণযোগ্য। [অনুচ্ছেদ ২৯] [৩৮৫-এ-সি]

১.৮.০৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশ যদি তার পরিণতি সম্পর্কে একাধিক উপায়ে ব্যাখ্যা ও বোঝার যোগ্য হয়, তবে যে পক্ষ উক্ত আদেশটিকে একটি বিশেষ উপায়ে বুঝে এবং ব্যাখ্যা করে, তাকে সুবিধা দেওয়া উচিত, আইনের একটি বিশুদ্ধ এবং সরল প্রস্তাব হিসাবে এটি সম্পূর্ণ সঠিক। তবে বর্তমান মামলায়, আবেদনকারীরা যা কিছু করেছে তা আড়াল করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। অবাধ্যতা, যদি থাকে, ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না, এই যুক্তির উপর যত কম বলা যায় ততই ভালো। [অনুচ্ছেদ ৩০] [৩৮৫-সি-ডি]

১.৯.হাইকোর্টের এই রায় যে আবেদনকারীরা অবমাননার জন্য দোষী, তা ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না। এটি বিতর্কিত নয় যে বন্ধকী সম্পত্তি এখন বিক্রি হয়ে গেছে এবং অসাধারণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যাংক দখলও নিয়েছে। হাইকোর্ট কর্তৃক আরোপিত তিন মাসের মোট কারাদণ্ডের মধ্যে আবেদনকারীরা ১১ দিন হাজিরা কাটিয়েছেন। এমতাবস্থায়, আবেদনকারীদের জন্য এটি যথেষ্ট শাস্তি। হাইকোর্টের একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় বহাল রাখা হয়েছে যে আবেদনকারীরা আদালত অবমাননার জন্য দোষী, তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ তিন মাস থেকে কমিয়ে আবেদনকারীদের ইতিমধ্যে ভোগ করা/অতিক্রান্ত কারাদণ্ডের মেয়াদের সমান করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩১, ৩৩, ৩৪] [৩৮৫-ই; ৩৮৫-এফ-এইচ; ৩৮৬-এ]

নারাইন সিং বনাম লালা রাজেন্দ্র লাল ও অন্যান্যরা (১৯৭৬) এসসিসি অনলাইন এলা ৪২৫; ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক বনাম ললিত কুমার আগরওয়াল ও আরেকজন (২০০০) এসসিসি অনলাইন ডেল ৭১০; কে. সরবণকুমার বনাম শীলা ও অন্যান্যরা ২০০৮ (৩) সিটিসি ৬৬৯; ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং বনাম রিলায়েন্স পলিক্রেট লিমিটেড (২০০৯) ১৬৩ ডিএলটি ৪৪১; দীনেশ কুমার গুপ্ত বনাম ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (২০১০) ১২ এসসিসি ৭৭ : [২০১০] ১৩ এসসিআর ৫৯৯; নিয়াজ মোহাম্মদ বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৯৪) ৬ এসসিসি ৩৩২ : [১৯৯৪] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৭২০; ব্যাংক অফ বরোদা বনাম সদরুদ্দিন হাসান দয়া ও আরেকজন (২০০৪) ১ এসসিসি ৩৬০ : [২০০৩] ৬ সম্পূরক এসসিআর ৭৬৪; রমা নারং বনাম রমেশ নারং ও আরেকজন (২০০৬) ১১ এসসিসি ১১৪ : [২০০৬] ৩ এসসিআর ১০৬৮; রমা নারং বনাম রমেশ নারং ও আরেকজন (২০০৯) ১৬ এসসিসি ১২৬ : [২০০৭] ৩ এসসিআর ১০৯৯; বাবু রাম গুপ্ত বনাম সুধীর

ভাসিন ১০, (১৯৮০) ৩ এসসিসি ৪৭ : [১৯৭৯] ৩ এসসিআর ৬৮৫ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০০৮) (৩) সিটিসি ৬৬৯	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৮
(২০০৯) ১৬৩ ডিএলটি ৪৪১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১০] ১৩ এসসিআর ৫৯৯	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯
[১৯৯৪] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৭২০	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯
[২০০৩] ৬ সম্পূরক এসসিআর ৭৬৪	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৬] ৩ এসসিআর ১০৬৮	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৭] ৩ এসসিআর ১০৯৯	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৭৯] ৩ এসসিআর ৬৮৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৬

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন নং ২৮৫৯২।

দিল্লীর হাইকোর্টের ২৭.০৯.২০১৮ তারিখের রায়ের এবং আদেশের ভিত্তিতে, কন্টেম্পট আপিল (সি) নং ৩/২০১৭।

আবেদনকারীদের পক্ষে সন্তোষ কুমার - ১, আইনজীবীরা।

উত্তরদাতার পক্ষে অণু জৈন, মুকেশ ভার্মা, অনুরাগ আগরওয়াল, যশ পাল ধিংরা, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ভি. রামাসুব্রামানিয়ান, বিচারপতি।

১. আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, আবেদনকারীগণ, যারা যথাক্রমে স্বামী ও স্ত্রী, দিল্লি হাইকোর্টের একজন বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক তিন মাসের সাধারণ কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১ ('অ্যাক্ট' সংক্ষেপে)-এর ১৯ ধারার অধীনে আপিলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক উক্ত আদেশ বহাল রাখায়, আবেদনকারীরা উপরোক্ত বিশেষ অনুমতি আবেদন দাখিল করেছেন।

২. আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সন্তোষ কুমার এবং উত্তরদাতা-ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অণু জৈনের বক্তব্য শুনেছি।

৩. আদালত অবমাননার দায়ে আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার পেছনের ঘটনাগুলি বিজ্ঞ বিচারকের ১৮.০৭.২০১৭ তারিখের আদেশে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ:

(i) আবেদনকারীরা পারুল পলিমার্স প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি কোম্পানির পরিচালক ছিলেন, যারা উত্তরদাতা ব্যাংক থেকে ঋণ/ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন। আবেদনকারীরা ঋণের পরিশোধের জামিনদার ছিলেন এবং স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন।

(ii) ২৪শে জুলাই, ২০১৪ তারিখে, ঋণ পরিশোধে ত্রুটি হওয়ার কারণে উত্তরদাতা ব্যাংকের ঋণ অকার্যকর সম্পদ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। ১৮ই আগস্ট, ২০১৪ তারিখে, ২৮,৮২,২৫,৯৪২.২৪ টাকা এবং তার উপর সুদ আদায়ের জন্য সারফেইসি আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এর পরে দুটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৩(৪) ধারার অধীনে একটি দখলের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

(iii) এতে অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারীরা সারফেইসি আইনের ১৭ ধারার অধীনে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল-III, নতুন দিল্লি ('ডিআরটি-III' সংক্ষেপে)-এর আগে এস.এ. নং ৩৬৭/২০১৪ দাখিল করেছিলেন। তবে, ডিআরটি-III উক্ত সম্পত্তিগুলির শারীরিক দখলের বিরুদ্ধে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেছিল।

(iv) আবেদনকারীরা একটি আপিল দাখিল করেছিলেন কিন্তু ১৩(২) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থের ২৫% অর্থাৎ ৭ কোটি টাকা জমা দিতে পারেননি। অবশেষে ৩১.০৩.২০১৫ তারিখে আপিলটি প্রত্যাহার হিসেবে খারিজ হয়ে যায়।

(v) তবে, ০১লা এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে, আবেদনকারীরা ডিআরটি-III, নতুন দিল্লি থেকে এস.এ. নং ৩৬৭/২০১৪-এ একটি শর্তাধীন স্থগিতাদেশ লাভ করেন, যেখানে আবেদনকারীদের ত্রিশ দিনের মধ্যে ৫ কোটি টাকা জমা দিতে বলা হয়েছিল। আদেশে আরও বলা হয়েছিল যে ০৩রা এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের মধ্যে ২ কোটি টাকা জমা দিতে হবে।

(vi) ০৩রা এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে, আবেদনকারীরা এসএইচও, থানা কাটজু মার্গ, রোহিনী, দিল্লিকে একটি চিঠি দিয়ে চারটি চেকের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা জমা দেওয়ার তাদের অভিপ্রায় জানান। ফলে, তত্ত্বাবধায়ক সম্পত্তিগুলির দখল নিতে পারেননি।

(vii) এরপর, আবেদনকারীরা ০১লা এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে ডিআরটি-III কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাধীন স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ডব্লিউ.পি. (সি) নং ৩৪০৬/২০১৫ দাখিল করে বলেন যে ব্যাংক এবং ডিআরটি-III তাদের ২ কোটি টাকার চেক গ্রহণ না করে অন্যায় ও অবিচার করছে।

(viii) যখন রিট আবেদনটি ভর্তির জন্য এবং ০৮ই এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য আসে, তখন আবেদনকারীরা দায় স্বীকার করেন এবং হলফনামার মাধ্যমে ৩০শে জুন, ২০১৫ তারিখের মধ্যে তিনটি কিস্তিতে ৭ কোটি টাকা অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তির অর্থের ২৫% জমা দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

ব্যাংক তাতে সম্মতি জানায় এবং এরপর আদালত আদেশ দেয় যে আবেদনকারীদের সম্পত্তিগুলির দখল নেওয়া হবে না, যদি আবেদনকারীরা ৩০শে জুন, ২০১৫ তারিখের মধ্যে ৭ কোটি টাকা জমা দেন, অর্থাৎ ৩০শে এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে ২ কোটি টাকা, ৩১শে মে, ২০১৫ তারিখে ২.৫ কোটি টাকা এবং ৩০শে জুন, ২০১৫ তারিখে ২.৫ কোটি টাকা।

(ix) ২৯শে এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে, আবেদনকারীরা ০৮ই এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের আদেশের কথিত সম্মতিতে চারটি ৫০ লক্ষ টাকার চেক সহ একটি চিঠি দেন, যেগুলির তারিখ ছিল ০৬ই মে, ২০১৫।

(x) সেই অনুযায়ী, ৩০শে এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে নির্ধারিত একটি সম্পত্তির দখল প্রক্রিয়া ব্যাংক স্থগিত করে। কিন্তু ০৮ই মে, ২০১৫ তারিখে, চারটি চেকই ফেরত আসে (বাউন্স করে)।

৪. অতএব, উত্তরদাতা-ব্যাংক আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর ১০ এবং ১২ ধারার অধীনে একটি পিটিশন দাখিল করে, যাতে আবেদনকারীদের ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের তাদের অঙ্গীকারের ইচ্ছাকৃত এবং সুচিন্তিত লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। যদিও আবেদনকারীরা এই যুক্তিতে আদালত অবমাননার পিটিশনের বিরোধিতা করেছিলেন যে, স্থগিতাদেশের একটি শর্তাধীন আদেশ পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা কোনো অঙ্গীকারের লঙ্ঘন আদালত অবমাননার শামিল নাও হতে পারে, বিশেষত যখন আদালতের আদেশেই এই ধরনের অঙ্গীকার লঙ্ঘনের পরিণতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন বিজ্ঞ বিচারক সন্তুষ্ট হননি। অতএব, ১৮.০৭.২০১৭ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারক আবেদনকারীদের আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাদের তিন মাসের সাধারণ কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২০০০ টাকা জরিমানা করেন। ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আদেশ বহাল রাখে এবং আবেদনকারীরা আমাদের সামনে এসেছেন।

৫. আমরা আরও অগ্রসর হওয়ার আগে, একক বিচারকের ১৮.০৭.২০১৭ তারিখের আদেশের পর সংঘটিত কিছু ঘটনা উল্লেখ করা উচিত। সেগুলি নিম্নরূপ:

(i) বিজ্ঞ বিচারক নিজেই আবেদনকারীদের আন্তঃ-আদালত আপিল করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ২৬.০৭.২০১৭ পর্যন্ত কারাদণ্ডের স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করেছিলেন;

(ii) আবেদনকারীরা একটি আন্তঃ-আদালত আপিল দায়ের করেন, যা ২৫.০৭.২০১৭ তারিখে ডিভিশন বেঞ্চের সামনে আসে। ডিভিশন বেঞ্চ চেয়েছিল যে আবেদনকারীরা কারাদণ্ড স্থগিত করার আগে অন্তত তাদের অঙ্গীকারের একটি অংশ পূরণ করুক। কিন্তু আবেদনকারীরা তা করতে পারেননি। অতএব, ডিভিশন বেঞ্চ ২৫.০৭.২০১৭ তারিখে কারাদণ্ডের স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করেনি;

(iii) আবেদনকারীরা আত্মসমর্পণের ছাড় চেয়ে একটি আবেদনের সাথে একটি বিশেষ অনুমতি আবেদন দাখিল করেছিলেন। কিন্তু উক্ত আবেদনটি চেম্বারে ৩১.০৭.২০১৭ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়েছিল;

(iv) ০৩.০৮.২০১৭ তারিখে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কারাদণ্ডের স্থগিতাদেশ চেয়ে করা বিবিধ আবেদনটি খারিজ করে দেয়;

(v) ০৩.০৮.২০১৭ তারিখের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা আত্মসমর্পণের ছাড় চেয়ে একটি আবেদনের সাথে একটি বিশেষ অনুমতি আবেদন দাখিল করেছিলেন। এই আবেদনটি চেম্বারে ১৮.০৮.২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়েছিল;

(vi) পরবর্তীকালে সময় বাড়ানোর জন্য করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই আদালত ১১.০৯.২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে তিন সপ্তাহের সময় মঞ্জুর করেছিল;

(vii) অবশেষে, আবেদনকারীরা আত্মসমর্পণ করেন এবং ০৬.১১.২০১৭ তারিখে তাদের হেফাজতে নেওয়া হয়। ১১ দিন হেফাজতে থাকার পর, আবেদনকারীদের ১৬.১১.২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়;

(viii) এরপর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২৭.০৯.২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে আদালত অবমাননার আপিল খারিজ করে দেয়, এবং আবেদনকারীদের ১০ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। তবে ০১.১১.২০১৮ তারিখে, এই আদালত বর্তমান বিশেষ অনুমতি আবেদনে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং বিতর্কিত আদেশের উপর স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করে।

৬. বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশের পরবর্তী কিছু ঘটনা আমরা কেন উল্লেখ করেছি তার কারণ হলো এই সত্যটি নথিভুক্ত করা যে আবেদনকারীরা তিন মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের শাস্তির মধ্যে ইতিমধ্যেই ১১ দিনের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। তারা জরিমানাও পরিশোধ করেছেন।

৭. আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সন্তোষ কুমার কর্তৃক উত্থাপিত বিতর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের প্রধান আপত্তির কারণগুলি হল: (i) কোনো পক্ষ কর্তৃক কোনো অঙ্গীকার পালন করতে ব্যর্থ হলে, যার ভিত্তিতে একটি শর্তাধীন স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করা হয়েছিল, তাকে ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য করা যায় না যা আদালত অবমাননার এখতিয়ার প্রয়োগের ন্যায্যতা দেয়; (ii) আবেদনকারীদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে ব্যর্থতা ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে হস্তক্ষেপ করেছে বলে গণ্য করা যায় না এবং তাই, মামলাটি আইনের ১৩(ক) ধারার অধীনে পড়বে; (iii) যখন কোনো আদেশ কোনো শর্ত পালন করতে বা অঙ্গীকার রক্ষা করতে কোনো পক্ষের ব্যর্থতার পরিণতি নির্দেশ করে, তখন আদালত অবমাননার এখতিয়ার প্রয়োগ যথাযথ নাও হতে পারে; এবং (iv) যদি কোনো ক্ষেত্রে, ত্রুটিপূর্ণ পক্ষ আদেশের এমন একটি ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে থাকে যে ব্যর্থতার পরিণতি ইতিমধ্যেই আদেশের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে,

তবে আদেশের এই ধরনের বোঝাপড়াকে যুক্তিসঙ্গত এবং যৌক্তিক হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং তাকে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

৮. তার প্রথম যুক্তির সমর্থনে, আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী কয়েকটি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছেন। সেগুলি হল: (ক) নারায়ণ সিং বনাম লালা রাজেন্দ্র লাল ও অন্যান্যরা[১]; (খ) ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক বনাম ললিত কুমার আগরওয়াল ও আরেকজন[২]; (গ) কে. সারাভানকুমার বনাম শীলা ও অন্যান্যরা[৩]; এবং (ঘ) ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং বনাম রিলায়েন্স পলিক্রিট লিমিটেড[৪]।

৯. তার তৃতীয় যুক্তির সমর্থনে, বিজ্ঞ আইনজীবী দীনেশ কুমার গুপ্ত বনাম ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড[৫] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছেন। এছাড়াও, বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দেন যে নিয়াজ মোহাম্মদ বনাম হরিয়ানা রাজ্য[৬] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের আলোকে, অবাধ্যতা ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে হবে, যা আদালত অবমাননার শামিল হবে।

১০. উপরোক্তের জবাবে, উত্তরদাতার বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অণু জৈন জমা দেন যে আবেদনকারীদের তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বেশ কয়েকবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা বারবার কালক্ষেপণ নীতি অবলম্বন করেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন আদেশ এবং ডিআরটি ও মুখ্য মহানগর হাকিম সহ অন্যান্য ফোরামের আগে বিভিন্ন কার্যধারায় প্রদত্ত আদেশগুলির মধ্য দিয়ে নিয়ে যান এবং আমাদের উপর এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন যে আবেদনকারীদের আচরণ শুরু থেকেই প্রতারণামূলক ছিল এবং এই ধরনের ব্যক্তিরা কোনও প্রকার সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য নয়। (i) ব্যাংক অফ বরোদা বনাম সদরুদ্দিন হাসান দয়া ও আরেকজন[৭]; (ii) রামা নারাং বনাম রমেশ নারাং ও আরেকজন[৮] এবং (iii) রামা নারাং (৫) বনাম রমেশ নারাং ও আরেকজন[৯] মামলাগুলির সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে প্রয়োগের অন্যান্য উপায় উপলব্ধ থাকার কারণে আদালতকে তার আদালত অবমাননার এখতিয়ার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয় এবং আদালতে দেওয়া কোনো গুরুতর অঙ্গীকার ইচ্ছাকৃতভাবে পালন না করাকে আদালত সর্বদা অপছন্দ করে।

---

১) ১৯৭৬ এস.সি.সি. অনলাইন অল ৪২৫
২) ২০০০ এস.সি.সি. অনলাইন ডেল ৭১০
৩) ২০০৮ (৩) সি.টি.সি. ৬৬৯
৪) (২০০৯) ১৬৩ ডি.এল.টি. ৪৪১
৫) (২০১০) ১২ এস.সি.সি. ৭৭০
৬) (১৯৯৪) ৬ এস.সি.সি. ৩৩২
৭) (২০০৪) ১ এস.সি.সি. ৩৬০
৮) (২০০৬) ১১ এস.সি.সি. ১১৪
৯) (২০০৯) ১৬ এস.সি.সি. ১২৬

১১. আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী দাখিলগুলি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করেছি।

১২. প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করার আগে, প্রথমে ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে আবেদনকারীদের দেওয়া আসল অঙ্গীকারটি দেখা দরকার, যার ফলে আদালত অবমাননার কার্যবাহী শুরু হয়েছিল। ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে প্রথম আবেদনকারীর দেওয়া অঙ্গীকারটি নিম্নরূপ:-

"বিবৃতি শ্রী সুমন চাড্ডা, পিতা জঙ্গী লাল চাড্ডা, ঠিকানা এইচ-৩/৫০ সেক্টর-১৮, রোহিনী, দিল্লি

আমি এই মামলার আবেদনকারী এবং তৃতীয় আবেদনকারীর পরিচালক। আমি এর পক্ষে বিবৃতি দেওয়ার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আমি পিটিশনের সমর্থনে একটি হলফনামাও দাখিল করেছি এবং আমার আইনজীবীর পরামর্শ নিয়েছি যিনি আমার সাথে আদালতে উপস্থিত আছেন।

আমি এতদ্বারা জানাচ্ছি এবং নিশ্চিত করছি যে ১৮.৮.২০১৪ তারিখ অনুযায়ী ২৮,৮২,২৫,৯৪২.২৪ টাকা (আটাশ কোটি দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার নয়শত বিয়াল্লিশ টাকা চব্বিশ পয়সা মাত্র) উত্তরদাতার অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছে সারফেইসি আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রাপ্য এবং প্রদেয়। আমি অনুরোধ করছি যে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে ঋণ পরিশোধের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে কিছু সময়সীমা বৃদ্ধির ত্রাণ মঞ্জুর করা হোক। আমি এতদ্বারা নিজের এবং অন্যান্য আবেদনকারীদের পক্ষে ৩০.৬.২০১৫ তারিখের মধ্যে উত্তরদাতা-ব্যাংকের কাছে মোট ৭ (সাত) কোটি টাকা জমা দিতে সম্মত হচ্ছি। উক্ত অর্থের মধ্যে ২ (দুই) কোটি টাকা ৩০.০৪.২০১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হবে; অবশিষ্ট অর্থ সমান কিস্তিতে অর্থাৎ ২.৫ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ৩১.৫.২০১৫ এবং ৩০.০৬.২০১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হবে।

আমি আরও সম্মত এবং দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছি যে খেলাপি হলে, ব্যাংক যেকোনো প্রকার আইনি পদক্ষেপ নিতে এবং উপলব্ধ আইনি প্রতিকার গ্রহণ করতে স্বাধীন।"

১৩. প্রথম আবেদনকারীর উপরোক্ত অঙ্গীকারের সাথে দ্বিতীয় আবেদনকারীর একটি হলফনামাও ছিল। উক্ত হলফনামায় দ্বিতীয় আবেদনকারী বলেছিলেন যে তার স্বামী আদালতে একটি বিবৃতি দিয়েছেন যা তিনি তার কাছ থেকে বুঝতে পেরেছেন এবং তিনি ও তার স্বামী তা মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৪. ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে উপরোক্তভাবে দাখিল করা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট একই দিনে অর্থাৎ ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে ডব্লিউ.পি. (সি) নং ৩৪০৬/২০১৫-এ একটি আদেশ পাস করে ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের হাইকোর্টের উক্ত আদেশের ৬ থেকে ৮ অনুচ্ছেদগুলি নিম্নরূপ:-

"৬. পক্ষগণের দাখিল বিবেচনা করে আদেশ করা হলো যে, প্রশ্নোক্ত সম্পত্তিতে আবেদনকারীদের দখল নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রতিপালনের সাপেক্ষে অক্ষুণ্ণ থাকবে:-

(১) আবেদনকারীদের ৩০.০৪.২০১৫ তারিখের মধ্যে ২ কোটি টাকা এবং এরপর ৩১.০৫.২০১৫ ও ৩০.০৬.২০১৫ তারিখের মধ্যে ২.৫ কোটি টাকা করে উত্তরদাতা ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে।

(২) দ্বিতীয় আবেদনকারীকে উপরোক্ত ব্যবস্থা পালনের জন্য একটি হলফনামা/অঙ্গীকার দাখিল করতে হবে।

(৩) খেলাপি হলে, উত্তরদাতা ব্যাংক আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে, যার মধ্যে মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের নিয়োগের পরবর্তী আদেশের বাস্তবায়নও অন্তর্ভুক্ত। সিএমএম কর্তৃক এই মর্মে প্রদত্ত আদেশটি ৩০.৬.২০১৫ পর্যন্ত আপাতত স্থগিত রাখা হবে যাতে ইতিমধ্যে সম্মতি নিশ্চিত করা যায়।

৭. আবেদনকারীদের আইনজীবী অনুরোধ করছেন যে উপরোক্ত আদেশ পালনের পর, ব্যাংকের কাছে কোনো ত্রাণ চেয়ে করা আবেদন, যার মধ্যে অ্যাকাউন্ট পুনর্গঠনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত, তা যেন যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাংক যদি তার প্রযোজ্য নীতি অনুসারে স্বাধীনভাবে গুণাগুণের ভিত্তিতে এই ধরনের কোনো আবেদন করা হয়, তবে তা বিবেচনা করবে। এর ফলে ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ আদায়ের অধিকার কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না।

৮. আবেদনকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় হলফনামা/অঙ্গীকার দাখিল করার সাপেক্ষে, যার একটি অনুলিপি আজকের তারিখ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তরদাতার আইনজীবীকে সরবরাহ করা হবে, রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হলো।"

১৫. ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের হাইকোর্টের আদেশের অংশ থেকে দেখা যায় যে এটি কোনো হলফনামা/অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পাস করা আদেশ ছিল না। এটি আবেদনকারীদের দেওয়া একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছিল, যাদের মধ্যে প্রথম আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রস্তাব ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং তাই আদেশটি আসলে পক্ষগণের সম্মতির উপর ভিত্তি করে ছিল।

০৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশের ৫ অনুচ্ছেদে আদালত যা লিপিবদ্ধ করেছে, তা থেকে এটি স্পষ্ট হয়। ৫ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:-

"৫. শুনানির সময় আবেদনকারীর আইনজীবী ডঃ শর্মা বলেন যে আবেদনকারীরা দায় স্বীকার করছেন যদি বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য কিছু সময় দেওয়া হয়। আইনজীবী পরামর্শ দেন যে আবেদনকারীদের ৩০.০৬.২০১৫ তারিখের মধ্যে তিনটি কিস্তিতে ৭ (সাত) কোটি টাকা অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তির অর্থের ২৫% জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। প্রথম আবেদনকারী আদালতে উপস্থিত আছেন। তিনি তৃতীয় আবেদনকারীর পরিচালক এবং এর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। উপরোক্ত বিষয়ে তার বক্তব্য আলাদাভাবে হলফনামার অধীনে রেকর্ড করা হয়েছে এবং তা নথিতে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় আবেদনকারীকে প্রথম আবেদনকারীর বক্তব্য নিশ্চিত করে এক সপ্তাহের মধ্যে একটি হলফনামা/অঙ্গীকার দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। উত্তরদাতার আইনজীবী প্রস্তাবিত শর্তে রিট পিটিশন নিষ্পত্তির জন্য তার সম্মতি জানিয়েছেন।"

১৬. এটা সত্য যে এই আদালত ধারাবাহিক রায়ে বলেছে যে আদালতে দেওয়া অঙ্গীকারের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন আইনের ২(খ) ধারার অধীনে আদালত অবমাননার শামিল। কিন্তু আদালত সর্বদা দেখেছে (i) প্রদত্ত অঙ্গীকারের প্রকৃতি; (ii) অঙ্গীকার প্রদানকারী পক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত কোনো সুবিধা; এবং (iii) অঙ্গীকার দাখিল আদালতের সাথে প্রতারণা করার বা প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল কিনা। সম্মতির ভিত্তিতে পাস করা আদেশ এবং শুধুমাত্র আদালতে দেওয়া অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পাস করা আদেশের মধ্যে পার্থক্য এবং আদালতে প্রতারণা করে ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি এবং কোনো এক পক্ষের সাথে প্রতারণা করা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য বাবু রাম গুপ্ত বনাম সুধীর ভাসিন[১০] মামলায় এই আদালত নিম্নলিখিত শব্দে তুলে ধরেছিল:

"... বস্তুত, যদি আমরা মনে করি যে আপস ডিক্রি বা সম্মতি আদেশের অমান্য আদালত অবমাননার শামিল, তাহলে ডিক্রি জারির সাথে সম্পর্কিত দেওয়ানি কার্যবিধির বিধানগুলির আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। বস্তুত, আদালতে দেওয়া স্পষ্ট অঙ্গীকারের লঙ্ঘন আদালত অবমাননার শামিল হওয়ার কারণ হল এই যে অবমাননাকারী আদালতে মিথ্যা উপস্থাপনা করে নিজের জন্য সুবিধা লাভ করে এবং যদি সে অঙ্গীকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে

---

১০) (১৯৮০) ৩ এস. সি. সি. ৪৭।

আদালতের সাথেই গুরুতর প্রতারণা করে এবং এর মাধ্যমে ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের বদনাম করে। যাইহোক, সম্মতি আদেশ বা আপোষ ডিক্রি সম্পর্কে একই কথা বলা যেতে পারে না যেখানে জালিয়াতি, যদি থাকে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা আদালতে নয় বরং কোনও পক্ষের উপর অনুশীলন করা হয়। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত অপরাধটি আদালতের পক্ষ নয়, এবং তাই, আদালত অবমাননার জন্য অগ্রসর হওয়ার ভিত্তিই এই ধরনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।"

১৭. কিন্তু বাবু রাম গুপ্ত (উপরোক্ত) মামলার সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট করা হয়েছিল এবং এই আদালতের তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ রামা নারাং বনাম রমেশ নারাং ও আরেকজন[১১] মামলায় আংশিকভাবে অপ্রয়োজনীয় বলে রায় দেয়। রামা নারাং (উপরোক্ত) মামলায়, এই আদালত আইনের ২(খ) ধারার অধীনে দুটি শ্রেণীর মামলার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছিল, যথা (i) আদালতের কোনো প্রক্রিয়ার ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা; এবং (ii) আদালতে দেওয়া কোনো অঙ্গীকারের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন।

১৮. বস্তুত, রামা নারাং (উপরোক্ত) মামলায়, এই আদালত এই পর্যন্ত বলেছিল যে সম্মতি ডিক্রির শর্তগুলির ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন এবং বিচারপূর্বক পাস করা ডিক্রির ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের মধ্যে কোনো পার্থক্য টানা সংবিধি, বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব, নীতি বা যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। ধারা ২(খ) দ্বারা আচ্ছাদিত প্রথম শ্রেণীর মামলাগুলিকে এতদূর প্রসারিত করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমাদের নিজস্ব সন্দেহ রয়েছে। যাইহোক, এই মামলায় সেই প্রশ্ন ওঠে না এবং তাই আমরা এটি এখানেই ছেড়ে দিচ্ছি।

১৯. কিন্তু এই মামলায় যা ঘটেছে তা হল ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশের পর আবেদনকারীদের পরবর্তী আচরণ তাদের বিরুদ্ধে ভারসাম্যকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়। ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে আদালতে দেওয়া অঙ্গীকার এবং তার ভিত্তিতে পাস করা আদেশের কথিত সম্মতিতে, আবেদনকারীরা প্রত্যেকে ৫০ লক্ষ টাকার চারটি চেক জারি করেছিলেন। এই চেকগুলি ২৯.০৪.২০১৫ তারিখে একটি চিঠির সাথে ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু চারটি চেকই ভবিষ্যতের তারিখের ছিল, যেগুলির তারিখ ছিল ০৬.০৫.২০১৫, যদিও আদালতে অঙ্গীকার করা হয়েছিল ৩০.০৪.২০১৫ তারিখের মধ্যে অর্থ জমা দেওয়ার জন্য।

২০. ০৮.০৫.২০১৫ তারিখে, চারটি চেকই ফেরত আসে (বাউন্স করে)। আবেদনকারীদের প্রথমে ভবিষ্যতের তারিখের চেক জারি করা এবং পরে সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান হতে দেওয়া, আবেদনকারীদের খারাপভাবে উপস্থাপন করে।

---

১১) (২০০৬) ১১ এস. সি. সি ১১৪।

আবেদনকারীরা অন্তত পরে তাদের উপায়গুলি সংশোধন করতে পারত। তবে তারা তা করেনি।

২১. ১৪.০৭.২০১৫ তারিখে, বিজ্ঞ একক বিচারক আদালত অবমাননার আবেদনে বিজ্ঞপ্তি জারির নির্দেশ দেন বলে মনে হয়। ০৫.১১.২০১৫ তারিখের মধ্যে বিজ্ঞপ্তির জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং আবেদনকারীদের ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ০৫.১১.২০১৫ তারিখে যা ঘটেছিল, তা বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

> *"প্রথম দফায় বিষয়টি উঠলে, এই আদালতকে জানানো হয় যে কোনো উত্তরদাতাই স্টেশনে নেই এবং এমনকি তাদের মেয়ে সমন গ্রহণ করেছে। তবে, নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে উত্তরদাতা নং ১ ব্যক্তিগতভাবে এবং উত্তরদাতা নং ২-এর স্বামী কর্তৃক হস্তগতভাবে এবং স্পীড পোস্টের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি/সমন্স গ্রহণ করেছেন।*
>
> *যাইহোক, নথিপত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১ নম্বর বিবাদী ব্যক্তিগতভাবে এবং ২ নম্বর বিবাদীর স্বামী দস্তি এবং স্পিড পোস্টের মাধ্যমে নোটিশ/সমন গ্রহণ করেছিলেন।*
>
> *যদিও এই আদালত উত্তরদাতা নং ১ এবং ২-এর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পক্ষপাতী ছিল, তবুও উত্তরদাতাদের বিজ্ঞ আইনজীবী জানান যে তিনি নিশ্চিত করবেন যে শুধু উত্তরদাতারাই পরবর্তী শুনানির তারিখে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত থাকবেন না, বরং বিষয়টি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মীমাংসা করা হবে, তাই বিষয়টি ১৬ই নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মুলতবি রাখা হলো।"*

২২. পরবর্তী শুনানির তারিখে, আবেদনকারীরা এই মর্মে একটি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে তারা তাদের দেনাদারদের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার আশায় ভবিষ্যতের তারিখের চেক জারি করেছিলেন এবং তাদের দেনাদাররা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আবেদনকারীরা তিনজন দেনাদারের নামও উল্লেখ করেছিলেন যাদের কাছ থেকে তারা অর্থ পাওয়ার আশা করেছিলেন।

২৩. আবেদনকারীদের দাবির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, যে বিজ্ঞ বিচারকের সামনে আদালত অবমাননার পিটিশনটি আসে, তিনি ০৭.১২.২০১৫ তারিখে সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস ('এসএফআইও' সংক্ষেপে) কর্তৃক তদন্তের নির্দেশ দেন। আবেদনকারীদের দুর্ভাগ্যবশত, এসএফআইও একটি প্রতিবেদন দাখিল করে যে আবেদনকারীদের কথিত দেনাদাররা পারুল পলিমার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কেবল শেল সত্তা, যার পরিচালক ছিলেন আবেদনকারীরা।

২৪. ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের পর সংঘটিত উপরোক্ত সমস্ত ঘটনা হাইকোর্টকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে যে আবেদনকারীরা প্রকৃতপক্ষে আদালতের সাথে প্রতারণা করেছেন।

এই কারণেই বিজ্ঞ একক বিচারক এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীদের আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

২৫. এটা সত্য যে কোনো পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকার সেই প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত যেখানে এটি করা হয়েছিল এবং (i) অঙ্গীকারকারী পক্ষকে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল; এবং (ii) প্রতিপক্ষের যে ক্ষতি/আঘাত লেগেছিল। এটিও সত্য যে সাধারণত কোনো পক্ষ আদালত অবমাননার দোষী কিনা তা অবাধ্যতার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং তার ইচ্ছাকৃত প্রকৃতিতে দেখা উচিত, পরবর্তী আচরণের ভিত্তিতে নয়। যদিও আদালতের পক্ষে এটি দেখা খোলা আছে যে অভিযুক্ত অবমাননাকারীর পরবর্তী আচরণ ইতিমধ্যেই সংঘটিত অবমাননার বৃদ্ধি ঘটাবে কিনা, তবে কেবল পরবর্তী আচরণের ভিত্তিতে আদালত অবমাননার কোনো কাজ নির্ধারণ করা যায় না।

২৬. কিন্তু পক্ষের পরবর্তী আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর আলোকপাত করতে পারে, তা হল পক্ষটির প্রতিশ্রুতি পালনে কেবল অক্ষমতা ছিল নাকি এটি আদালতকে ধোঁকা দেওয়ার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ ছিল।

২৭. এই মামলায়, আবেদনকারীদের দ্বারা সংঘটিত ধারাবাহিক কাজগুলি (i) ভবিষ্যতের তারিখের চেক জারি করা, যেগুলির তারিখ সেই তারিখের পরেও ছিল যার মধ্যে তারা অর্থ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিল; (ii) সেই চেকগুলিকে প্রত্যাখ্যান হতে দেওয়া; (iii) মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া একটি অজুহাতে শুনানির প্রথম তারিখে আদালতে উপস্থিত না হওয়া; (iv) তাদের নিজস্ব দেনাদারদের খেলাপি হওয়ার বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা নিয়ে আসা; এবং (v) এসএফআইও-এর প্রতিবেদনের মাধ্যমে উন্মোচিত হওয়া, হাইকোর্টকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে আবেদনকারীদের দেওয়া অঙ্গীকার সরল বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ছিল না বরং আদালতকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। অতএব, হাইকোর্ট কর্তৃক আবেদনকারীদের আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমরা কোনো ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছি না।

২৮. আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সন্তোষ কুমারের প্রথম যুক্তি যে স্থগিতাদেশের একটি শর্তাধীন আদেশ পাওয়ার সময় করা কোনো প্রতিশ্রুতি পালন করতে ব্যর্থ হলে তাকে ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য করা যায় না, তা আমাদের দ্বারা গৃহীত হতে পারত, যদি না আবেদনকারীরা অঙ্গীকারের কথিত সম্মতিতে ভবিষ্যতের তারিখের চেক জারি করে এবং সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান হতে না দিত। চেক প্রত্যাখ্যানের জন্য বানানো গল্পটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায়, আবেদনকারীদের পক্ষে এই যুক্তি উত্থাপন করা সম্ভব নয় যে কোনো ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ছিল না।

২৯. আইনের ১৩(ক) ধারার ভাষার উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় যুক্তিটিও ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের পরে যা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশে আরও কিছু পরিণতি উল্লেখ করা সত্ত্বেও, তা আদালতের আদালত অবমাননার এখতিয়ার কেড়ে নেবে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পক্ষ অঙ্গীকার দেওয়ার সময় সরল বিশ্বাসে কাজ করেছিল, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত এবং খাঁটি কারণে অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি, আদালত অবশ্যই তার শাসন প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে পারত। কিন্তু এই মামলায় এমন তথ্যপ্রমাণ রয়েছে যে আবেদনকারীরা সরল বিশ্বাসে কাজ করেননি। অতএব, তৃতীয় যুক্তিটিও টেকসই নয়।

৩০. শেষ যুক্তিটি হল যদি ০৮.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশটি তার পরিণতি সম্পর্কে একাধিক উপায়ে ব্যাখ্যা ও বোঝা সম্ভব হয়, তবে যে পক্ষ উক্ত আদেশটিকে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে বুঝেছে এবং ব্যাখ্যা করেছে, তাকে সুবিধা দেওয়া উচিত, যা আইনের একটি বিশুদ্ধ এবং সরল প্রস্তাব হিসাবে সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীরা যা কিছু করেছেন তা ঢাকতে এটিকে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবীর এই যুক্তির উপর যে অবাধ্যতা, যদি থাকে, তা ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না, তা যত কম বলা যায় ততই ভালো।

৩১. উপরোক্তের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা স্পষ্টভাবে এই মত পোষণ করি যে হাইকোর্টের এই রায় যে আবেদনকারীরা আদালত অবমাননার দোষী, তা সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না।

৩২. তবে, আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সন্তোষ কুমার আবেদন করেন যে আদালত যেন আবেদনকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখায়, এই কারণে যে আবেদনকারীরা ডিআরটি এবং হাইকোর্টে গিয়ে যে স্থাবর সম্পত্তিগুলি রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, তা ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। ২০১৫ সাল থেকে বন্ধকী সম্পত্তিগুলি রক্ষা করার জন্য আবেদনকারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

৩৩. এই বিষয়ে কোনো বিরোধ নেই যে বন্ধকী সম্পত্তিগুলি এখন বিক্রি হয়ে গেছে এবং অসাধারণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যাংক দখলও নিয়েছে। হাইকোর্ট কর্তৃক আরোপিত তিন মাসের কারাদণ্ডের মোট মেয়াদের মধ্যে আবেদনকারীরা ১১ দিন হেফাজতে কাটিয়েছেন। এমতাবস্থায়, আমরা মনে করি এটি আবেদনকারীদের জন্য যথেষ্ট শাস্তি।

৩৪. অতএব, বিশেষ অনুমতি আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো, যেখানে বিজ্ঞ একক বিচারক এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় বহাল রাখা হলো যে আবেদনকারীরা আদালত অবমাননার দোষী, তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ তিন মাস থেকে কমিয়ে

আবেদনকারীদের ইতিমধ্যেই ভোগ করা/কাটানো কারাদণ্ডের মেয়াদের সমান করা হলো। খরচ সম্পর্কে কোনো আদেশ থাকবে না।

৩৫.মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি) যদি থাকে, সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হবে।

নিধি জৈন এসএলপি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar